শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন

তারিখ: ২৬-০৬-২০০৬ ইং

স্থান: জেলা কালেকটরেট ভবন, কিশোরগঞ্জ

প্রতিবেদন গ্রহণকারী

পরিচালক

বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম, ঢাকা।

বাড়ী # ২৪-বি,সড়ক # ১৪/এ

ধানমন্ডী আ / এ, ঢাকা-১২০৯

প্রতিবেদন জমাদানকারী সংস্থা ঃ

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)

নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

ঢাকা- বাংলাদেশ

ফোন: ৯১২৯৪১০, ০১৭১ ৬২২৬০৯

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদনঃ

০১. **কর্মশালা বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)
নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ,
ফোন: ৯১২৯৪১০, মো:০১৭১১৬২২৬০৯

০২. কর্মশালায় সহযোগীতাকারী সংস্থা : বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম
বাড়ী # ২৪-বি (লেভেল-৩) সড়ক # ১৪/এ
ধানমন্ডী আ /এ,ঢাকা-১২০৯।

০৩. ভূমিকা :

হাওর বাউরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। এ জেলার ১৩ টি উপজেলার মাঝে প্রায় ৯ টি উপজেলাই হাওর দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার অধিবাসীর প্রায় ৮০% লোক কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি জমির মালিক সকলেই নয় । ৬০% লোকই কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারন করে। এই এলাকায় প্রায় প্রতি বৎসরেই হয় বন্যা বা ফ্লাশ ফ্লাড, অতি বৃষ্টি, আগাম বন্যায় ফসলের ক্ষতি করে ফলে দরিদ্র মানুষের আয় রোজগারের কোন উপায় থাকেনা। তখন দরিদ্র মানুষ সমাজের শোষক শ্রেনীর যাতাকলে পরে দিনে দিনে আরও দরিদ্র হয়ে পড়ছে। এমনি একটি অবস্থায় সেই দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জুন-১৯৮৮ সনে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) এর আত্ম প্রকাশ ঘটে। ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরামের আর্থিক ও কারিগরী সহযোগীতায় শিশু অধীকার বিষয়ক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষনের আয়োজন করে থাকে। এর-ই ধারাবাহিকতায় গত ২৬-০৬-২০০৬ ইং তারিখে কিশোরগঞ্জ জেলায় শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

০৪. কর্ম শালার বিষয় ঃ শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা।

০৫. উদ্দেশ্য ঃ শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ে সিভিল সোসাইটির মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবংদায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রনয়ন।

০৬.অংশ গ্রহন কারীর তালিকা: অংশ গ্রহন কারীর তালিকা পরিশিস্ট-১

০৭. কর্মশালার স্থান ঃ জেলা কালেক্টরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ।

০৮. কর্মশালার তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০০৭ ইং

০৯. কর্মসুচীর অনুষ্ঠান সুচী : কর্মশালার অনুষ্ঠান সুচী পরিশিষ্ট-২

১০. কর্মশালা পরিচালন পদ্বিতি এবং অংশগ্রহন কারীবৃন্দ:

কিশোরগঞ্জ জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ প্রশাসন, যুব মন্ত্রনালয়, শিশু ও নারী পাচার প্রতিরোধ সেল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান বিভাগ, জেলা তথ্য অফিস এবং জেলার প্রায় সকল সরকারী দপ্তরের প্রধান, জেলা পর্যায়ের সাংবাদিক, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধী বর্গ সহ কিশোরগঞ্জ জেলায় কর্মরত সকল এনজিও প্রধানদের দাওয়াত দেয়া এবং রি কনফার্মেশনের মাধ্যমে কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি পরিচালিত হয় অংশগ্রহন কারী কেন্দ্রিক অংশগ্রহন মূলক পদ্বতি। কর্মশালাটি উদ্বোধনের পর পরই প্রবন্ধাট উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপনের পরে প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে খোলামেলা আলোচনার ভিত্তিতে কর্মশালাটি পরিচালিত হয়।

কর্মশালায় উপস্থানের জন্য কিশোরগঞ্জ জেলা সহ দেশের সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষন পূর্বক একটি প্রবন্ধ তৈরী করা হয়। প্রবন্ধটি তৈরী করেন ও,আর,এ-এর প্রশিক্ষন বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম।

১১.কর্মশালায় ব্যবহৃত উপকরন:

কর্মশালায় অংশ গ্রহন কারীদের মাঝে যে সকল উপকরন সরবরাহ হয় তার তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

- বিএসএফ এবং ও,আর,এ-এর মনোগ্রাম সহ একটি সিরামিকের মগ
- একটি প্লাষ্টিক ফাইল কভার সেইন যুক্ত
- একটি কলম,

- একটি প্যাড
- নেইম কার্ড

এ ছাড়াও কর্মশালার স্বার্থক পরিচালনার লক্ষ্যে যে সকল উপকরন ব্যবহার করা হয় তা উল্লেখ করা হলো:

- Over Head Projector with Screen (OHP)
- Transperancy Sheet.
- পোষ্টার পেপার
- পোষ্টার মার্কার
- ফ্লিপ চার্ট বোর্ড

১২.কর্মশালার সংক্ষিপ্ত বিবরন:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল কিশোরগঞ্জ জেলায় বাংলাদেশ টেরিডেস হোমস নেদারলেন্ডস কর্মশালাটির আয়োজন করা হয়। কিশোরগঞ্জ জেলার মাননীয় গোলাম ফারুক, প্রধান অতিথি জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অধ্যক্ষ আ.ফ.ম. শামছুল হুদা। এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর.এ) শিশু অধীকার ফোরাম এবং এব আর্থিক সহযোগীতায় এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জনাব সিএম ইউসুফ হোসাইন, ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুদয়াল সরকারী কলেজের প্রাক্তন

পবিত্র কোরান তেলওয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার কাজ শুরু হয়। কোরআন তালওয়াতের পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ও,আর,এ-এর নির্বাহী পরিচালক। স্বাগত বক্তবে ও,আর,এ-এর নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম সহ টেরিডেস হোমস নেদারলেন্ডস কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বিএসএফ এবং ও,আর,এ-ও পক্ষ থেকে কর্মশালার প্রধান অতিথি,বিশেষ অতিথি এবং সভাপতি সহ কর্মশালায় উপস্থিত সম্মানিত সরকারী, বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্ধ, সাংবাদিক,সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্ধকে তাদের মূল্যবান সময় ব্যায় করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে খোলামেলা আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শিশু পাচার প্রতিরোধে করনীয় কাজ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ রেখে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এবারে কর্মশালার সম্মানিত সহায়ক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করার জন্য প্রধান অতিথি মহোদয়কে অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি জনাব সিএম ইউসুফ হোসাইন তাঁর বক্তেব্যে প্রথমেই এ ধরনের একটি সময় উপযোগী কর্মশালার আয়োজন করার জন্য ও,আ,র-এ এবং বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম সহ টেরিডেস হোমস নেদারলেন্ডস কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর বক্তবে শিশু পাচারের জন্য মানুষের দারিদ্রতা এবং অসচেতনতাকে দায়ী করেন। এর প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক সচেতনতা মূলক কর্মসুচী গ্রহন এবং পারিবারিক শিক্ষার উপর জোড় দেন। তিনি কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং কর্মশালায় উপস্থিত সকলের চিন্তা ভাবনা থেকে একটি সুন্দর দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। কর্মশালায় অংশ গ্রহন করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মূল্যবান মতামত প্রদান করে কর্মশালার উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে সকলের সক্রিয় সহযোগীতার অনুরোধ রেখে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

এবারে কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য ও,আর,এ-ও নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো:মাজহারুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন শুরু করেন। উপস্থাপনের শুরুতে তিনি জেলা প্রশাসন,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এ্যাডভোকেট জেসমীন আরা রোজী এবং বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরামকে প্রবন্ধ তৈরীতে তথ্য দিয়ে সহযোগীতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় মাঝে মাঝে তিনি ওভার হেড প্রজেক্টরের সহযেগীতা নেন। প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় কারও কোন প্রশ্ন থাকলে তা লিখে রাখার জন্য তিনি উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করেন। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলায় শিশু পাচারের অবস্থা বর্ননা করতে যেয়ে বলেন যে বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী তথ্যমতে এ জেলায় শিশু পাচারের ঘটনা নাই বল্লেই চলে তবে শিশু নিখোঁজ কিংম্বা হারিয়ে

যাওয়ার ঘটনা দুটো একটা ঘটেই থেকে দুইজন ছেলেকে বিদেশে ২০০১ সনে দুবাইয়ে ভাল চাকুরী করে। কিন্তু ভিসা অবৈধ থাকার করা হয় এবং পরবর্তী সময়ে একই সনে পাকুন্দিয়া থেকে পাচারের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সবকটি উপস্থিত সকলকে তাঁর প্রবন্ধ রিক ধন্যবাদ দিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষ করেন।

চলছে। বিগত ২০০২ সনে ভৈরব পাচার করার পর ফিরিয়ে আনা হয়। দিবে বলে একজনকে বিদেশে পাচার ধরুন তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরন তাদেরকে দেশে ফেরৎ আনা হয়। মাসুম নামের একজন ছেলেকে নিয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীতে তাকেও মামলাই বিচারাধীন আছে। প্রবন্ধকার মনযোগ সহকারে শোনার জন্য আন্ত

কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধ পরিশিষ্ট-৩

১৩.কর্মশালার সুপারিশমালা:

- উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন ভিত্তিক এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা।
- বিল বোর্ড স্থাপন করা
- শিশু বিষয়ক কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা রোধ কার্যক্রম হাতে নেয়া।
- পারিবারিক পর্যায়ে মেয়ে শিশুদের আয় বর্দ্ধক কার্যক্রম হাতে নেয়া।
- সাংবাদিকদের নিয়ে এ ধরনের কর্ম শালার আয়োজন করা।

১৪. আয়োজন কারী সংস্থার মন্তব্য:

জেলা ভিত্তিক এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়েজন করা দরকার। তবে ব্যাপক গনজাগরনের সৃষ্টির লক্ষ্যে তা উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন ভিত্তিক করা প্রয়োজন। সর্বস্থরের জনসাধারনের মাঝে এর সুফল বয়ে দিতে হলে নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান গুলু পরিচালনা করা যেতে পারে:

- শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক র‍্যালীর আয়োজন করা।
- হাইস্কুল/কলেজ এবং মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সচেতনতা মূলক আলোচনার ব্যবস্থা করা।
- আইন প্রয়োগ কারী সংস্থার সাথে সেমিনার/ কর্মশালার আয়োজন করা।

১৫ঃ কর্মশালার সমাপনী ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন ঃ

এ পর্যায়ে কর্মশালার সভাপতি মাননীয় পুলিশ সুপার জনাব, খন্দকার গোলাম ফারুক তার বক্তবে বলেন এধরনের কর্মশালা খুবই সময়ে উপযোগী। কর্মশালায় সভাপত্তি করার সুযোগ দানের জন্য ও আর, এ সহ বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এ ধরনের কর্মশালা শুধু শহর অঞ্চলে নয় বরং গ্রাম অঞ্চলে বেশি বেশি করা দরকার। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে আজকের দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিশু পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ রেখে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৬. উপসংহার:

আসলে শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালাটি অত্যন্ত সময় উপযোগী। তবে এ কর্মসূচীর ধারাবাহিকতা একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য একটি চলমান কর্মসূচী রাখা অত্যন্ত আবশ্যক বলে ও,আর,এ মনে করে। প্রয়োজনে ও,আর,এ এবং বাংলাদেশ শিশু অধীকার ফোরাম যৌথ ভাবে একটি কর্মসূচী পরিচালনা করতে পারে। এ ধরনের কর্মশালায় কর্মসুচীর সাথে জড়িত কর্মকতাদের কর্মশালায় উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন কেননা সহযোগীতা কারী সংস্থা কিংম্বা কর্মসুচী সংক্রান্ত জটিল প্রশ্ন আসলে আয়োজন কারী সংস্থার পক্ষ্যে উত্ত দেয়াটা হয়তবা কঠিন হয়ে পড়ে কিংম্বা কোন জটিলতা দেখা দিতে পারে যদিও বা বিএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে আমরা তা করে যাচ্ছি।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কারী:
(এ্যাড.ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম)
নির্বাহী পরিচালক

পরিশিষ্ট-৩

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)

নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
মো: ০১৭১১ ৬২২৬০৯

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

তারিখ:২৬-০৬-২০০৬ ইং

স্থান: জেলা কালেকটরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ

অংশ গ্রহন কারীর তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	স্বাক্ষর
০১.	মি. এম. ইউনুস হোসাইন	জেলা প্রশাসক	কিশোরগঞ্জ	[signature] ২৬/০৬
০২.	খন্দকার গোলাম ফারুক	S.P	"	
০৩.	মোঃ আমিন উল্লাহ	জে: সমাজ সেবা কর্তা	"	[signature]
০৪.	এ্যাড ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক	ও.আর.এ কিশোরগঞ্জ	[signature]
০৫.	মো: মুনতাজম মিয়া	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ-কিশোরগঞ্জ	[signature]
০৬.	রতন চন্দ্র বণিক	অতিরিক্ত জে: প্রশাসক	কিশোরগঞ্জ	[signature]
০৭.	এ.কে.এম আবু তাহের	জে: শিক্ষা কর্মকর্তা	মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ-কিশোরগঞ্জ	[signature]
০৮.	আ.ফ.ম শামসুল হুদা	অধ্য: গুরুদয়াল সরকারী কলেজ	কিশোরগঞ্জ	[signature]
০৯.	মল্লিকা নন্দী	হিন্দু [illegible]	কেয়ার - কিশোরগঞ্জ	[signature]
১০.	সাজেদা খানম	নির্বাহী পরিচালক - বন্ধন	বন্ধন কিশোরগঞ্জ	[signature]
১১.	মি: সিদ্দিকুল ইসলাম	প্রোগ্রাম কো: অর্ডিনেটর	বন্ধন কিশোরগঞ্জ	[signature]
১২.	মো: মুজিবুর রহমান	প্রধান নির্বাহী উদ্যম	উদ্যম কিশোরগঞ্জ	[signature]

তালিকা প্রস্তুত কারী: [signature]

Director
ORA, 271/7, Jafrabad
Sangkar, Dhaka.

তালিকা নিরীক্ষণ কারী: [signature]

Advocate Fakir Md. Mazharul Islam
Executive Director
ORA, Karimgonj, Kishoregonj.

অর্গানাইজেশন ফর স্মল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ)

নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

মো: ০১৭১১ ৬২২৬০৯

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

তারিখ:২৬-০৬-২০০৬ ইং

স্থান: জেলা কালেক্টরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ

অংশ গ্রহন কারীর তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	স্বাক্ষর
১৩.	ডাঃ রওশন আরা	ডাক্তার	মা ও শিশু কেন্দ্র: কিশোরগঞ্জ	Rand
১৪.	হুসনে আরা জাহান	সমাজকর্মী	গোলাপবিবি লেন কিশোরগঞ্জ	H. Jahan
১৫.	মো: তৌফিকুজ্জামান খান	ব্যবসায়ী	কিশোরগঞ্জ	[illegible]
১৬.	মো: আনোয়ারুল হুদা	ব্যবসায়ী	"	Ahuda
১৭.	Jalal Md. Gous	Advocate	Kishorgonj	Gaus
১৮.	এ্যাড. ত্বাহমীনা আকবর মেরী	এ্যাডভোকেট	কিশোরগঞ্জ	Tamin
১৯.	আ: লতিফ	সভাপতি প্রেসক্লাব	কিশোরগঞ্জ	A. Latif
20.	Ad. Sah Azizul Haque	Journelist	Dainik Jana-Kanta - Kishorgonj	[illegible]
২১.	আনোয়ারা বেগম	ডিভিশনাল কো: অর্ডিনেটর	ব্র্যাক - কিশোরগঞ্জ	A. Begum
22.	এ্যাড. ফজলুল হক	এ্যাডভোকেট	কিশোরগঞ্জ	F. Haque
২৩.	মাজহারুল ইসলাম	ফিল্ড সুপারভাইজার	ও.আর.এ কিশোরগঞ্জ	[illegible]
২৪.	আকতারুল ইসলাম	প্রোজেক্ট ম্যানেজার	ও.আর.এ কিশোরগঞ্জ	Aslam

তালিকা প্রস্তুত কারী:

Director
ORA, 271/7, Jafrabad
Sangkar, Dhaka.

তালিকা রিভিও কারী:

Advocate Fakir Md. Mazharul Islam
Executive Director
ORA, Karimgonj, Kishoregonj.

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ)

নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

মোঃ ০১৭১১ ৬২২৬০৯

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

তারিখঃ২৬-০৬-২০০৬ ইং

স্থানঃ জেলা কালেক্টরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ

অংশ গ্রহন কারীর তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	স্বাক্ষর
২৫	Md. Motiur Rahman	Advocate	Kishoregonj	M. Rahman
২৬	কবরী আফরীন	সহ: সম্পাদক	দৈনিক আজকের কণ্ঠ, কিঃ	Sahin
২৭	মিঃ সুমিত সাহা	জেলা প্রতিনিধি	দৈনিক ইত্তেফাক	Sumit Saha.
২৮	Nur Mohammad	journalist	Saradin Kishoregonj	N. Moham
২৯	নুসরাত জাহান	শিক্ষিকা শিশু একাডেমী	শিশু একাডেমী কিশোরগঞ্জ	Njahan
৩০.	মেহের নেছা বেগম	সমাজ কর্মী	কিশোরগঞ্জ	AB
৩১,	মোঃ আব্দুর রব	প্রোঃ সমন্বয়কারী অফিসার	কিশোরগঞ্জ	[signature]
৩২,	শামীম সোহরাওয়ার্দী	পরিচালক	ও.আর.এ কিশোরগঞ্জ	[signature]
৩৩.	আনজুমান আরা	DIC-Incharge HIV/AIDS/STI	ORA-Kishorgoj	Anju
৩৪.	Arif Md. Eusup	Supervisor	ORA-Kishorgonj	[signature]
৩৫,	Ad. Md. Safique	Advocate	Kisorgonj	Safique
৩৬.	Azharul Islam Raju	E. Director (Sabolombi)	Sabolombi Kishorgonj	A.Islam

তালিকা প্রস্তুত কারীঃ [signature]

Director
ORA, 271/7, Jafrabad
Sangkar, Dhaka.

তালিকা রিভিও কারীঃ [signature]

Advocate Fakir Md. Mazharul Islam
Executive Director
ORA, Karimgonj, Kishoregonj.

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ)

নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

মো: ০১৭১১ ৬২২৬০৯

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

তারিখ:২৬-০৬-২০০৬ ইং

স্থান: জেলা কালেক্টরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ

অংশ গ্রহন কারীর তালিকা

ক্র.নং	নাম	পদবী	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	স্বাক্ষর
৩৭.	মো: হাফিজুর রহমান	সহকারী শিক্ষক S.V. Govt Girls high school. Kishorgonj		
৩৮.	মো: আ: রাশিদ	প্রধান শিক্ষক	শিমুলতলা উচ্চ বিদ্যালয় - কিশো:	আ: রশিদ
৩৯.	মো: হাবিবুর রহমান	উ: প: প: ক: কর্মকর্তা	কিশোরগঞ্জ সদর - উপজেলা	[illegible]
৪০.	Abdull Kayum Akanda	Engineer	Modern Consulting Farm	[illegible]
৪১	মোঃ কামরুজ্জামান	খবরপত্র	গুরুদয়াল, কিশোরগঞ্জ	[illegible]
৪২.	মোঃ রফিকুল রহমান	নির্বাহী পরিচালক	জনতা, কিশোরগঞ্জ	রফিক
৪৩.	আম্বিয়া খাতুন	সমাজ কর্মী	শোলাকিয়া কিশোরগঞ্জ	আম্বিয়া
৪৪.	Md. Mainuddin	Training Co-ordinator	ORA Karimgonj	Mn

তালিকা প্রস্তুত কারী: [signature]

Director
ORA, 271/7, Jafrabad
Sangkar, Dhaka.

তালিকা নিরীক্ষিত কারী: [signature]

Advocate Fakir Md. Mazharul Islam
Execu tive Director
ORA, Karimgonj, Kishoregonj.

পরিশিষ্ট- ২

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ)
নোয়াকান্দি, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ,
ফোনঃ ৯১২৯৪১০, মোঃ০১৭১১৬২২৬০৯

জেলা পর্যায়ে শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মশালা

স্থানঃ জেলা কালেকটরেট ভবনের সম্মেলন কক্ষ, কিশোরগঞ্জ

কর্মশালার অনুষ্ঠান সুচী

তারিখ	সময়	আলোচ্য বিষয়
২৬- ০৬- ০৬	১০:৩০- ১০:৫০	রেজিস্ট্রেশন
	১০:৫০- ১১:০০	অতিথি বৃন্দের আসন গ্রহন
	১১:০০- ১১:১৫	আপ্যায়ন
	১১:১৫- ১১:৩০	স্বাগত বক্তব্য
	১১:৩০- ১২:০০	প্রধান অতিথি কর্তৃক কর্মশালার উদ্বোধন
	১২:০০- ১২:৪০	প্রবন্ধ উপস্থাপন
	১২:৪০- ০১:২০	মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশ মালা প্রনয়ন
	০১:২০- ০১:৪৫	বিশেষ অতিবৃন্দের ভাষন
	০১:৪৫- ০২:০০	সভাপতির ভাষন
	০২:০০- ০২:১৫	ধন্যবাদ জ্ঞাপন
	০২:১৫- ০২:৩০	খাবার প্রদান

শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রবন্ধ

০১.ভূমিকা:
বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ । দেশে বর্তমানে প্রায় ১৪ কোটি লোকের বসবাস। দেশের মানুষের পার কেপিটা আয় বেড়েছে, উন্নতি হয়েছে দেশের প্রায় সকল সেক্টরেই কিন্তু সেই সাথে বেড়েই চলেছে দুর্নীতি, বেকারত্ব এবং দারিদ্রতা। দরিদ্র মানুষ দিন দিন দরিদ্রের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। দারিদ্রতা এবং দুর্নীতির বেড়াজালে পড়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের স্বীকৃত অধিকার থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। তা ছাড়াও রয়েছে প্রকৃতিক দুর্যোগ যেমন খরা, বন্যা, মঙ্গা প্রভৃতি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দরিদ্র মানুষের বাঁচার উপায় থাকেনা। তখন তারা দুবেলা দু মুটো ভাতের সন্ধানে বের হয়ে পড়ে অজানা অচেনা শহর কিংম্বা বন্দরে। ফলে তারা নানা ভাবে শোষিত, নির্যাতিত হচ্ছে। এমন কি কালের চক্রে তারা সংগবদ্ধ পাচার কারী দলের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে পাচার একটি আর্ন্তজাতিক ও আন্তঃ দেশীয় বানিজ্যে পরিনত হয়েছে। সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গড়ার লক্ষ্যে প্রলোভনে পড়ে, আশ্রয়হীন,সহায় সম্বলহীন, হতাশাগ্রস্থ শহর মুখী শত শত নারী ও শিশু প্রতিদিন পাচারের শিকার হচ্ছে। ডেইলী ষ্টার- জানুয়ারী-২১, ২০০৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ২০,০০০ জন শিশু ও নারী পাচারের শিকার হয়।

০২. পাচারের সংজ্ঞাঃ
দেশের সীমানার ভিতরে ও বাইরে বিক্রয়, বিনিময় বা কোন বে আইনী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে যেমন: পতিতাবৃত্তি, বিবাহের নামে দাসত্ব, দাস শ্রম বা নির্যাতনের মাধ্যমে অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শন পূর্বক বিক্রয়ের জন্য, মনুষ্য অংঙ্গ সংগ্রহের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের অপহরন, অবরুদ্ধকরন, সংগ্রহকরন, অপসারন ইতাদির সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকান্ডকেই পাচার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। (ইশরাত শামীম, ১৯৯৭)
পাচার বলতে প্রধানত: উন্নয়নশীল এবং দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল দেশ সমুহের জাতীয় সীমানার বাইরে নিয়োগকারী, পাচারকারী ও অপরাধী চক্রের মুনাফার জন্য নারী ও মেয়ে শিশুকে জোরপূর্বক যৌন অথবা অর্থনৈতিক উৎপীড়নমূলক যেমন জোরপূর্বক গৃহভৃত্যের কাজ,মিথ্যা বিবাহ, দত্তক এবং গোপন কাজে নিয়োগের জন্য ব্যক্তির অবৈধ ও গোপনীয় স্থানান্তরকে বোঝায়। (ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল এ্যাসেম্বলী-১৯৯৪)
শিশু পাচার বলতে এমন একটি অবৈধ কর্ম-প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু বা তার অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ বিক্রি বা তাকে অমানবিক ব্যবসায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে যে কোন ভাবে সংগ্রহ, আটক এবং দেশের ভিতর বা সীমান্ত দিয়ে দেশের বাইরে প্রেরন করা হয় অথবা বলপূর্বক বা অজ্ঞান করে, লোভ দেখিয়ে, অসৎ বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে এক থেকে আঠারো বছর বয়সের ছেলে-মেয়ে শিশুকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত গন্তব্যে পরিবহন/ ভ্রমন/ সরবরাহকে পাচার বলে। (বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, সহায়িকা-মার্চ,২০০৩)

০৩.কিশোরগঞ্জ জেলা পরিস্থিতি:
হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। এ জেলার ১৩ টি উপজেলার মাঝে প্রায় ৯ টি উপজেলাই হাওর দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার অধিবাসীর প্রায় ৮০% লোক কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষি জমির মালিক সকলেই নয় । ৬০% লোকই কায়িক শ্রম বিক্রি করে জীবন ধারন করে। এই এলাকায় প্রায় প্রতি বৎসরেই হয় বন্যা বা ফ্লাশ ফ্লাড, অতি বৃষ্টি, আগাম বন্যায় ফসলের ক্ষতি করে ফলে দরিদ্র মানুষের আয় রোজগারের কোন উপায় থাকেনা যার ফলে জীবন জীবিকার তাগিদে শহরের দিকে যাত্রা শুরু করে। আশ্রয় নেয় কোন বস্তি বা অন্যের বাড়ীতে। এই অজানা অচেনা পথে অনেকেই হয়ে যায় নিখোঁজ কিংম্বা প্রতারিত। বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী তথ্যমতে এ জেলায় শিশু পাচারের ঘটনা নাই বল্লেই চলে তবে শিশু নিখোঁজ কিংম্বা হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা দুটো একটা ঘটেই চলছে। বিগত ২০০২ সনে ভৈরব থেকে ২ জন ছেলেকে বিদেশে পাচার করার পর ফিরিয়ে আনা হয়। ২০০১ সনে দুবাইয়ে ভাল চাকুরী দিবে বলে ১ জনকে বিদেশে পাচার করে। বিদেশে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরন করা হয় এবং তাদেরকে দেশে ফেরত আনা হয়। বর্তমানে এর মোকাদ্দমা চলছে। একই সনে পাকুন্দিয়া থেকে মাছুম নামের ১ জন ছেলেকে পাচারের উদ্দ্যেশে বাড়ী থেকে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তাকেও উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে সবকটির মামলা বিচারধীন আছে।

০৪. পাচারের সাথে জড়িত ব্যক্তি:
পাচারকারী সমাজের নিকৃষ্ট মনের কিছু মানুষ, তারা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব যে কেউ হতে পারে। পাচারকারীদের সাহায্য সহযোগীতা করে সমাজের এক শ্রেনীর প্রতিষ্ঠিত দালাল যাদের কালো হাত প্রসারিত হয় সমাজের সর্বস্তরে।

০৫. শিশু পাচারের কারন:

- জনসংখ্যার হার বেশী।
- দারিদ্রতা/ বেকারত্ব।
- অশিক্ষা /অজ্ঞতা।
- মেয়ে শিশুর প্রতি অবহেলা।

- বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ।
- জীবন ঘনিষ্ট সাধারন শিক্ষা,মানবিক জীবনবোধ ও সচেতনতার অভাব।
- বিয়ের নামে প্রতারিত হওয়া / গোপন বিয়ে।
- যৌতুক প্রথা, তালাক, প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের ব্যর্থতা।
- লোভ অবৈধ আয়ের আশা বা বেশী টাকা রোজগারের চিন্তা।
- প্রকৃতিক দুর্যোগ।
- সামাজিক নিরাপত্তার অভাব।
- আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অসতর্কতা, দায়িত্বহীনতা বা অসৎ হওয়া।
- দুষ্ট লোকের মিথ্যা কথা বা আত্বীয় পরিচয়ের কথায় বিশ্বাস করা।
- শিশুদের আশ্রয়হীনতা বা আশ্রয়ের অভাব।
- অরক্ষিত সীমান্ত।

০৬. পাচারের বর্তমান অবস্থা:

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম প্রতিমাসে ৫ টি দৈনিক পত্রিকা সার্ভে করে শিশু নির্যাতনের প্রতিবেদন করে থাকে। এ প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সনে বাংলাদেশ হতে পাচার বা হারিয়ে যাওয়া বা নিখোঁজ হওয়ার যে সংখ্যা পাওয়া যায় তা প্রদত্ত হলোঃ

হারিয়ে যাওয়া বা নিখোঁজ শিশুর সংখ্যা			পাচার হওয়া শিশুর সংখ্যা
ক্রমিক নং	মাসের নাম	সংখ্যা (জন)	সংখ্যা জন
০১	জানুয়ারী-২০০৪	৪০	০২
০২	ফেব্রুয়ারী-২০০৪	০৩	-
০৩	মার্চ-২০০৪	৫৩	০৮
০৪	এপ্রিল-২০০৪	৪৮	১৫
০৫	মে-২০০৪	-	-
০৬	জুন-২০০৪	৪৪	১৫
০৭	জুলাই-২০০৪	৫	-
০৮	আগষ্ট-২০০৪	৬৫	০৬
০৯	সেপ্টেম্বর-২০০৪	৫৪	১১
১০	অক্টোবর-২০০৪	৪২	-
১১	নভেম্বর-২০০৪	২৮	২১
১২	ডিসেম্বর-২০০৪	-	-
	মোট	৩৮২ জন	৭৮ জন

০৭. মোট ৪৬০ জন শিশু পাচার, অপহরণ, নিখোঁজ, হারিয়ে যাওয়ার শিকার। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া শিশু পাচার, অপহরণ, নিখোঁজ বা হারিয়ে যাওয়ার অনেক ঘটনাই আমাদের অজানা থেকে যাচ্ছে। পাচার প্রতিরোধে দেশের সকলকে সচেতন হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আর্ন্তজাতিক অভিভাসন সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত, ২০০০-২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে প্রায় ১৮টি শিশু পাচারকারী দল সক্রিয় আছে। যারা প্রতিনিয়ত শিশু পাচার করছে। প্রায় দুই লাখের উপর শিশু-নারী গত ২০ (বিশ) বছরে পাচার হয়েছে।

০৮.পাচারকারীদের গতি পথ বা পাচারের রুটঃ

- রুট-১ ঃ কক্সবাজার এবং টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম মিরেরশরাই এবং সিতাকুন্ডু হয়ে স্থলপথে
- রুট-২ ঃ ঢাকা-বরিশাল-সাতক্ষীরা, বাস ও নদী পথে
- রুট-৩ ঃ বরিশাল-যশোর-বেনাপোল, বাস নদী পথে
- রুট-৪ ঃ ঢাকা-গাবতলী-যশোর এবং সাতক্ষীরা, বাস যোগে
- রুট-৫ ঃ ঢাকা-গাবতলী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বাস যোগে
- রুট-৬ ঃ ঢাকা-দর্শনা, বাস ও ট্রেন যোগে
- রুট-৭ ঃ ঢাকা-দিনাজপুর এবং লালমনিরহাট, বাস ও ট্রেন যোগে
- রুট-৮ ঃ কুষ্টিয়া-দৌলতপুর, বাস-ট্রেন ও নদীপথে
- রুট-৯ ঃ নওগাঁ-নজিরপুর-ঝিনাইদহ-মহেশপুর-দিনাজপুর হিলি ইত্যাদি এসব পথ দিয়েও বাসে ও ট্রেনে পাচার হয়ে থাকে।

০৯.পাচারের বর্তমান অবস্থাঃ

- প্রায় দুই লাখের উপর শিশু-নারী গত ২০ (বিশ) বছরে পাচার হয়েছে।
- প্রতিদিন প্রায় শত শত পাচার হচ্ছে, যা ধরা পড়লে আমরা জানতে পারছি, বাকীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়, তাদের তথ্যও অজানা থাকে।
- বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানে পাঁচ হাজার পাঁচশত নারী শিশু পাচার হয়েছে।
- বর্তমানে পাকিস্তানে পঞ্চাশ হাজার পাচার হয়ে আসা মেয়েশিশু দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত আছে।
- ভারতের পতিতালয়ে প্রতি একশত জনের ষোল জনই বাংলাদেশী মেয়ে শিশু।
- কিছুদিন আগে ঢাকায় তিনটি হোটেল থেকে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা আটত্রিশ জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়।
- এক পাচাকারী দলের স্বীকারোক্তি থেকে জানা গেছে যে, তারা কয়েকদিন আগে দু'টি চালান পাঠিয়েছিল-ঐ চালানে ছিল নারীসহ ৯০জন শিশু
- প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে দুই হাজার হতে তিন হাজার নারী শিশু বিদেশে পাচার হচ্ছে।
- বাংলাদেশের পাচারকৃত শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষকরে ভারত ও পাকিস্তানে পাচার করে নানাবিধ গর্হিত কাজে লিপ্ত করা হয়। মাঝে মধ্যে কিছু শিশু উদ্ধার করা গেলেও বাকীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।
- পাচারকারীরা মানুষের অভাব, অজ্ঞতা ও সারল্যের সুযোগ নেয়।
  (উৎসঃ আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত, ২০০০-২০০১)

১০.শিশু পাচারের ধরনঃ

- অনেক সময় আত্নীয় বন্ধুবেশে পাচার করে
- খেলনা, বেলুন ইত্যাদি কিনে দেয়া বা চকলেট, আইসক্রিম, নেশাযুক্ত খাবার ইত্যাদি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে
- ভয়ভীতি প্রদর্শন করে
- গোপনে চুরি করে বা ধরে নিয়ে।
- কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে।
- অভিভাবকের নিকট হতে ক্রয় করে।
- ভাসমানদের পূর্ণবাসনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে।
- আনন্দ ফুর্তির মাধ্যমে।
- মিথ্যা ভালবাসার প্রলোভন দেখিয়ে বা ফাঁদে ফেলে।
- যৌন অভিলাষ চরিতার্থের লক্ষ্যে বিয়ে করে অথবা বিয়ে করে বিদেশ নেয়ার ছল করে।

১১.পাচারের পরিণামঃ

- যৌনবাহিত রোগ
- অস্বাভাবিকতা
- মানসিক বৈকল্য
- স্নায়বিক দৌর্বল্য
- বিনা পারিশ্রমিকে জোর করে শিশুশ্রমে বাধ্য করা হয়।
- মাদক-পাচারসহ নানান চোরাই পণ্য আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়।
- চুরি, ছিনতাই, পিকেটিং ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজে ব্যববহার করা হয়।
- দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন-কিডনি, চোখ, ইত্যাদি বিক্রি করার জন্য হত্যা করা।
- পঙ্গু করে ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার করা হয়
- শিশুকে মনোবাসনা পূরনের উদ্দেশ্যে বলি দেয়া/শ্রদার্ঘ্য দেয়ার কাজে ব্যবহার করা/বিভিন্ন কুসংস্কারের আধার হিসেবে ব্যবহার করা (যেমনঃ পুল-ব্রিজ তৈরিতে মাথা কেটে দেয়া ইত্যাদি)
- মেয়ে শিশুকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়া এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়।
- উটের দৌড়ে ঝুঁকিপূর্ণ জকি হিসেবে ব্যবহার করা (ছেলে শিশুদের)
- পর্ণ-পত্রিকা ও পর্ণ-চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা হয়।
- জোর পূর্বক ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা।
- মাদকাসক্তি

১২.নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০,ধারা ৬ শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি :

১. যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনি বা নীতি বিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনায়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় বা উক্ত রূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাযতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডণীয় এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২. যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উলেখিত দন্ডে দণ্ডনীয়।

১৩.জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ

অনুচ্ছেদ-৩৫

অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের শিশু অপহরন, বিক্রি বা পাচার বন্ধ করার জন্য জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিকসহ সব ধরনের উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে।

১৪.করনীয়ঃ

- দারিদ্র্যতা কমানোর লক্ষ্যে বছরে কমপক্ষে ২০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি (স্কীম) চালু করা দরকার
- বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সীমান্তে বিডিআর কর্তৃক পাহারা জোরদার করা
- পাচারের ঝুঁকিতে থাকা শিশু ও তাদের পরিবারের তথ্য সম্পর্কিত ডাটাবেজ তৈরী করা
- পাচার প্রতিরোধ করার জন্য গ্রাম ভিত্তিক পর্যবেক্ষক দল তৈরী করা
- পাচার প্রতিরোধে জনগণ এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা তৈরী
- স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করে পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ করা
- মেয়ে শিশুদের প্রতি পরিবারের বৈষম্য মূলক আচরণ বন্ধ করা
- পাচার প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের সর্ব্বোচ্চ বাস্তবায়ন করা
- যৌতুক, প্রতারণা মূলক বিবাহ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ বন্ধ করা
- গ্রাম উন্নয়নে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা
- সকল শিশুর নিরাপদ আশ্রয় ও খাবারের নিশ্চয়তা বিধান করা ।
- শিশুর জন্ম নিবন্ধন করা।

এই প্রতিবেদন প্রণয়নে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয় এবং এ্যাডঃ জেসমিন আরা রোজীকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

রেফারেন্সঃ

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত "সহায়িকা" মার্চ, ২০০৩
বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক "শিশু নির্যাতন তথ্য" ২০০৪
সেন্টার ফর ওমেন এন্ড চিল্ড্রেন ষ্টাডিজ (বুকলেট)-মে ২০০১
আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা কর্তৃক প্রাপ্ত, ২০০০-২০০১

প্রবন্ধ প্রনয়ন কারী:
এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ-কিশোরগঞ্জ।